একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই

ব্রহ্মসঙ্গীত

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ

মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুরের ব্যয়ে

হইতে বিতরণার্থ

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশযন্ত্রে

বিশুদ্ধরূপে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।

শকাব্দ ১৭৮৩।

ওঁতৎসৎ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতালা।

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব, যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন! বারেক তারে ভাব না॥
যিনি ব্যাপ্ত জল স্থল, অনিল শূন্য অনল,
হতেছে যাঁতে সকল, সংসার-কল্পনা।
দেখ জল-বিন্দুপরি, যিনি শিল্প-কর্ম্ম করি,
বিবিধ রূপ লহরি, করেন ঘটনা।
করিল সৃজন যেই, জানিবে উপাস্য সেই,
ত্যজ অহং মম এই, দারুণবাসনা।
অনিত্য বিষয়াবাসে, বদ্ধ হয়ে মায়াপাশে,
বৃথা নানা অভিলাষে, পেতেছ যাতনা।
হতেছে অজপা-শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ,
যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, করিলে ভজনা॥ ১॥

কা. না. রা.

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্ তেতালা।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে, একি কর অনুষ্ঠান।
পরাৎপরে করি পর, অপরে পরমজ্ঞান॥
জলভ্রমে মরীচিকায়, না যায় পিপাসা।
কল্পনাতে নাহি সত্য-ফলের প্রত্যাশা॥
অতত্ত্ব-জ্ঞান সংহর, ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা কর,
অবশ্য হবে অন্তর, অতত্ত্বেতে তত্ত্ব-ভান॥ ২॥

তা, না, ত.

রাগিণী রামকেলী। তাল জলদ্ তেতালা।

অনিত্য বিষয়ে কেন, ভাবিতেছ মন!।
ভ্রমেও না ভাব হবে, নিশ্চয় মরণ॥
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
কত হাস্য খেদ কত, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে আর, কাঁপে রিপু ছয়জন।
অতএব চিন্ত শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ,
ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ, শেষবন্ধু সনাতন॥ ৩॥

রা, মো, রা.

রাগ দেশমল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

অন্তহীনে ভ্রান্ত মন! দিও না কোন উপাধি।
আছে আদি অন্ত যার, কি ফল তারে আরাধি॥
নিরুপাধি নিরাকার, নাম রূপ নাহি যার,
কল্পিয়া উপাধি তার, কেন হও অপরাধী।
যে হয় ত্রিগুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত,
কামাদি দোষ-রহিত, নাহি যার আধি ব্যাধি।
বাক্যের যে অবিষয়, মনোগম্য নাহি হয়,
সেই চিদানন্দময়, তাহাতে কর সমাধি॥ ৪॥
নি, চ, ম্মি,

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্ তেতালা।

অবশ্য মরণ মন! কেন না স্মরণ কর।
বাসনাতে বদ্ধ হৈয়ে, বিষয়ে হলে তৎপর॥
স্বপ্নসম পরিজন, জীবন যৌবন ধন,
ছত্র দণ্ড সিংহাসন, ক্ষণেকে হবে অন্তর।
কোথা রাজকার্য্য তব, বিদ্যা বুদ্ধি ধন্যরব,
কোথা বা রহিবে সব, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর।
অতএব বলি শুন, ভাব সত্য পুনঃ পুনঃ,

যাবে রজস্তমোগুণ, পাবে নিত্য পরাৎপর ॥ ৫॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

অসার কল্পনে মন! কেন কর অনুরাগ।
সংসারের সার যিনি, তাঁহাতে কেন বিরাগ ॥
অসত্যেতে সত্য-ভান, সত্যে হয় মিথ্যাজ্ঞান,
সত্যের কর সন্ধান, ত্যজিয়া অসত্য-ভাগ।
তীর্থভ্রমণ পূজন, ব্রত হোম উপোষণ,
অনিত্যফল-কারণ, অশ্বমেধ আদি যাগ।
নিত্যানন্দ নিরাকার, প্রতিমা নাহিক যার,
ভাব সেই নির্ব্বিকার, কল্পনারে করি ত্যাগ ॥ ৬ ॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী বিভাস। তাল জলদ্ তেতালা।

অসার বিশ্বসংসার, সার সত্যেরি সাধন।
চপলা-সম চঞ্চল জীবের জীবন ॥
কাটিয়া সংসার-পাশ, কর মোক্ষ অভিলাষ,
ক্রমে আয়ুঃ করে গ্রাস, নির্দ্দয় শমন।
পঞ্চভূত কার্য্যগণে, মায়াময় জান মনে,

এক সত্তা আলম্বনে, অসত্যে সত্যদর্শন।
শোকাধার-জন্য দেহ, প্রিয়জনে ত্যজ স্নেহ,
সঙ্গে নাহি যাবে কেহ, ভজ নিত্য নিরঞ্জন॥ ৭॥

নি, চ, মি,

রাগিণী কেদারা। তাল কওয়ালি।

অহঙ্কারং পরিত্যজ্য চিন্তয় রে অহরহঃ।
ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং সর্ব্বগং মহঃ॥
গুণাতীত গুহাশয়, বিশ্বব্যাপী বিশ্বময়,
সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, যে তার শরণ লহ।
এ বিশ্ব প্রত্যক্ষ হয়, করি যার সত্তাশ্রয়,
যে ইন্দ্রিয়-অবিষয়, থাকে ইন্দ্রিয়ের সহ।
দর্শনের অদর্শন, যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
শ্রবণ মনন মন! তাঁহার করহ॥ ৮॥

কা, না, রা.

রাগিণী কেদারা। তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত কেন অপারবাসনা।
অনিত্য এ দেহ মন! জেনে কি জান না॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,

তুমি না রহিবে ভবে, করিবে কবে সাধনা।
এ কারণ বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সত্য পুনঃ পুনঃ, রবে না ভবযাতনা ॥ ৯ ॥
ভৈ, চ, দ,

রাগিণী কেদারা। তাল ধিমে তেতালা।
অহংজ্ঞানে মত্ত হয়্যে, কেন কর অভিমান।
জান না কি এ জীবন, জীবনবিম্ব-সমান ॥
ক্ষণিক তব বিভব, যে দেহে কর গৌরব,
অবশ্য সে হবে শব, কোথা রবে ধন মান।
ষড় ঋতু আদি সবে, বার বার হবে ভবে,
তারা শশী ভানু রবে, রবে না এ দেহ প্রাণ।
শুন তত্ত্ব উপদেশ, ত্যজ হিংসা রাগ দ্বেষ,
ভজ নিত্য নির্ব্বিশেষ, কর চিত্ত-সমাধান ॥ ১০ ॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।
আত্ম-উপাসনা বিনা, কেমনে হবে নিস্তার।
অতএব কর মন! ভজন সাধন তার ॥
জীবের যেই জীবন, যে হয় মনের মন,

বিশ্বকর্ত্তা নিরঞ্জন, ভাব সেই মূলাধার।
কর মায়াদর্প চূর্ণ, ভাব চিদানন্দ পূর্ণ,
অনায়াসে হবে তূর্ণ, সংসার-সাগরপার।
হও ব্রহ্মে অনুরাগী, কল্পনা সাধনা-ত্যাগী,
সংসারে হয়ে বিরাগী, সদা ভাব সারাৎসার ॥১১॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

আত্ম-উপাসনে জীব, করহে যতন।
সংসার-জলধিপারে, করিবে যদি গমন ॥
করিয়ে বৈরাগ্য-সার, মিথ্যা জানি এ সংসার,
শ্রবণ মনন তার, কর প্রতিক্ষণ।
সিংহ দেখি গজগণ, ভয়ে করে পলায়ন,
সাধন গুণে তেমন, হইবে রিপুদমন।
ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কালভয় নাহি তার,
দেহ পরিগ্রহ আর, না হবে কখন ॥ ১২ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

আত্মতত্ত্ব এক রস, প্রসিদ্ধ এ অনুভব।

বিষয়-বাসনা ছাড়ি, সে রসে কর গৌরব।
জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান-তমো নাশিয়ে,
সহজে থাক বসিয়ে, রিপু করি পরাভব ॥ ১৩ ॥
কা, না, রা,

রাগ মিয়ামল্লার। তাল তেওট।
আমি আমি বল কারে, পড়্যে মোহ-অন্ধকারে.
আপনি যে আপনারে, না কর সন্ধান।
অতএব বলি জীব! হও সাবধান।
আত্মজ্ঞান অবলম্বে নাশ ভ্রমজ্ঞান।
ভ্রম নাশে, অনায়াসে. পাবে পরিত্রাণ ॥ ১৪ ॥
কা, না, রা.

রাগিণী সাহানা। তাল ধামাল।
আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা. ত্যজ এই অভিমান।
করিতে উচিত হয়, আপনারে যন্ত্রজ্ঞান ॥
ইন্দ্রিয়গণের রাজা তুমি বট মন!।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া-সমাপন ॥
তোমার নিয়ন্তা যিনি তাঁহার কর সন্ধান ॥ ১৫ ॥
গৌ, মো, স,

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্ তেতালা।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অস্থির পঞ্চক-ভাবে, সমভাব নাহি যার॥
আছে তব বাল্যাবধি, নানা ব্যাধি নিরবধি,
এমন নাহি ঔষধি, সে ব্যাধি না থাকে আর।
বিদ্যা বুদ্ধি সুকৌশল, রূপ যৌবনের বল,
বিষয় ইন্দ্রিয়দল, যাহারা সংসারে সার।
শব হলে যাবে সবে, কিছুদিন রব রবে,
পরে কারে কে কি কবে, সকলেরি একাকার।
যত কর অভিমান, কালগ্রাসে নাহি ত্রাণ,
দেহ রাখিতে সমান, কি সন্ধান আছে কার।
অতএব বলি সার, ত্যজ আশা অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার, যাবে ভব-সিন্ধুপার॥ ১৬॥

শ্রী, ধ, ক,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

এই সেই সত্যকৃত, অনাদি সংসার।
পবন তপন তারা, শশী সুধাধার॥
জলচর স্থলচর, খেচর নগর নর,
সাগর ধরণীধর, অতি চমৎকার।

কিন্তু ছায়া বাজিকরে, যথা ছায়া বাজি করে,
তথা এই চরাচরে, সত্যেরি বিহার।
মজ্জিয়া মিছা সংসারে, ভুলো না ভুলো না তারে,
ভাব সেই নির্ব্বিকারে, এ খেলা যাহার॥ ১৭॥

প্রা, চ, ব,

রাগ ভৈরব। তাল আড়াঠেকা।

এই হলো এই হবে, এই বাসনায়।
দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে, দেখিতে না পায়॥
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি গণে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়॥ ১৮॥
" অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥ "

রা, মো, রা,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে, অবশ্য মরণ।
তবে কেন এত আশা, এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
যে দেহে এত সংস্কার, মুগ্ধ আছ স্নেহে যার,
ধূলিসার হবে তার, মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ-কাষ্ঠময়, গৃহ বহুদিন রয়,
কিন্তু দেহ-গেহ-ক্ষয়, না হয় বারণ।
অতএব জীবগণ! কর তাঁর অন্বেষণ,
যিনি নিত্য নিরঞ্জন, মরণ-ভয়-হরণ॥ ১৯॥

রা, মো, রা,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেও কি, মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি কষ্টে প্রাণ ত্যজিবে॥
মাতৃগর্ব্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুন এ সংসারে, আঁধার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞা-হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই কষ্ট শেষ দিন, অবশ্য ঘটিবে।
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
করি চিত্ত-সমাধান, সত্যকে চিন্তিবে॥ ২০॥

রা, মো, রা,

রাগিণী মূলতানী। তাল জলদ্ তেতালা।

এক ভাবে সদা রবে, এই কি ভেবেছ মন!।
অক্ষয় কি হবে সব, তব উপার্জ্জিত-ধন॥

বিষয় হবে কিরূপে, মান্য হবে ধনীরূপে,
এই আশা-অন্ধকূপে, হয়েছে তব পতন।
শিখেছ নানা উপায়, যাতে ধন নাহি যায়,
কত যত্নে রাখ তায়, ভুলে ধন চিরন্তন।
কিন্তু ইহা অনুচিত, হও চিত সমাহিত,
কর পরমার্থ-হিত, সত্যধন উপার্জ্জন ॥ ২১ ॥

(চন্দ্র.)

রাগিণী বিভাস। তাল জলদ্ তেতালা।

এ কি ভুলে রয়েছ মন! বিষয়-ভোগে অচেতন।
জান না অনিত্য দেহ, করেছ ধারণ ॥
এই বিশ্ব মায়াময়, কভু আছে কভু নয়,
সকলি অনিত্য হয়, জীবন যৌবন ধন।
ভুলো না মায়াতে আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার, জনন-মৃত্যু-হরণ ॥ ২২ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী ইমন্। তাল জলদ্ তেতালা।

এ কি ভ্রম মন!।
নিরাকারে দেখিবারে, কর আকিঞ্চন ॥

বিশ্বব্যাপি মহাকাশে, যে ব্যাপিল স্ব-প্রকাশে,
তারে আন নিজ বাসে, করি আবাহন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত, কর আয়োজন।
যে আহার দেয় নরে, পশু পক্ষি জলচরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ॥ ২৩ ॥
ব্র, মো, রা.

রাগ মিয়ামল্লার। তাল তেওট।

এত ভ্রান্তি কেন মন! ভাব তারে স্থানান্তরে।
যার অন্বেষণ কর, সে আছে তব অন্তরে ॥
সূর্য্যেতে প্রকাশরূপে যাহার প্রকাশ,
সদ্রূপেতে বিশ্বব্যাপী বিশ্বে করে বাস,
তোমাতে যে আত্মা আছে সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ॥২৪॥
কা, না, রা,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

এ দুর্গতি গতাগতি, নাশ না হইবে।
যাবৎ তব কর্ম্মফলে, প্রবৃত্তি রহিবে ॥
দেখিতে সুন্দর ফল, মিশ্রিত যাতে গরল,

কি ফল সে ফলে বল, ভক্ষণে প্রাণ নাশিবে।
অতএব সাবধান, ত্যজ ভ্রমাত্মক-জ্ঞান,
সৎস্বরূপ কর ধ্যান, অমৃত পাইবে॥ ২৫॥

কা, না, রা.

রাগিণী মালকোষ। তাল আড়াঠেকা।

ওহে পথিক মন! কোথায় কর গমন।
নিবাসে নিরাশ হয়ে, প্রবাসে কেন ভ্রমণ॥
যে দেখ ইন্দ্রিয়-গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্মতত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ।
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়্ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ॥ ২৬॥

নী, র, হা.

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

ওহে মম চিত! বুঝে হিতাহিত,
নিত্য বিশ্বাতীত, ভজ না।
বিষয়-আসব, পানসমুদ্ভব, সুখ অনুভব, ত্যজ না।
মায়িক এ ভব, ক্ষণিক বিভব, করো না এসব ভজনা।
আমি বল যারে, চিনিয়া তাহারে,

সুখ-পারাবারে, মজ না॥ ২৭॥
কৃ, মো, ম,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ, দেখিবে দর্পণে।
স্ব-মুখের পরিণাম, বারেক ভাব না মনে॥
শ্যামকেশ হবে সিত, ক্রমে দন্ত বিগলিত,
কপোল ভাল লোলিত, হবে এ বদনে।
লোলচর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ দুর্নিবার,
শিরঃকম্প বারেবার, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অহংজ্ঞান কর খর্ব্ব,
অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥ ২৮॥
রা, মো, রা,
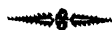
রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

কর সেই পরাৎপর—ধন উপার্জ্জন।
যে ধনে ধনাঢ্য হল্যে, সুখী হবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে ধনে কর সঞ্চয়, সে ধনে কি সুখ হয়,
ক্ষণে ক্ষণে পায় ক্ষয়, রহে না সম কখন।
সঞ্চয় করি বিভবে, ভাব চিরসুখী হবে,

সে বিভব কোথা রবে, হইবে যবে নিধন।
যে ধন চির অক্ষয়, সদা এক ভাবে রয়,
সে ধনে কর সঞ্চয়, করি নিজ প্রাণপণ॥ ২৯॥

শ্যা, চ, ত,

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি বিপদে কি সম্পদে, ভাব তাঁরে ভক্তিভাবে।
ভাবিলে পরম-পদ, অচিরে স্বপদ পাবে॥
বিপদে পেওনা ভয়, সে তো চিরস্থায়ী নয়,
ক্ষণেকে হইবে ক্ষয়, নিত্যানন্দ অনুভাবে।
যখন যে ভাবে থাক, একান্তে তাঁহারে ডাক,
হল্যে জ্ঞান পরিপাক, পাপ তাপ সব যাবে॥৩০॥

শ্রী, ধ, বি,

রাগিণী সরফরদা। তাল চৌতাল।

কি সজাতি কি বিজাতি, জ্ঞানোদয়ে একাকার।
জাতিভেদে বর্ণভেদে, অজ্ঞানের অধিকার॥
নানাবর্ণ নানাকায়, যত জাতি দেখা যায়,
আছে এক আত্মা তায়, নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার।
জাতিমাত্রে হতে মান্য, লইতে জাতি-প্রাধান্য,

অন্যেরে ভাবি সামান্য, করে মহা অহঙ্কার।
কিন্তু বিশ্ব যাঁর সৃষ্টি, আছে যাঁর সম দৃষ্টি,
তাঁর কৃপা-সুধাবৃষ্টি, সমভাগে সবাকার।
দেশভেদে রীতিভেদ, পরিচ্ছদ-পরিচ্ছেদ,
কত শাস্ত্র কত বেদ, সংখ্যা করে সাধ্য কার।
হলো জ্ঞান-চন্দ্রোদয়, হয় জীব জ্যোতির্ম্ময়,
তখনি বিলয় হয়, ভেদ-বুদ্ধি-অন্ধকার ॥ ৩১ ॥

(চন্দ্র.)

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্ তেতালা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা-মধ্যে, তোমাকে দেখিয়া ডাকি ॥
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥ ৩২ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী মালকোষ। তাল আড়াঠেকা।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা-বর্ণন।
করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দরশন।

নিরাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
নিত্যানন্দ নিরাকার, নিত্য নিরঞ্জন।
শুন শান্তচিত্তজন! সে তো জীবের জীবন,
মনের সে মন ॥ ৩৩ ॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।
কে তুমি কোথায় ছিলে, যাইবে কোথায় বল।
না জানিয়া আত্মতত্ত্ব, জীবন হলো বিফল ॥
হল্যে ভ্রমে দেহস্বামী, দেহ পঞ্চভূত-গামী,
মায়াবশে বল আমি, আমার সকল।
কাল-গ্রাসে আছে দেহ, সে তোমার নহে কেহ,
কেন তাতে করি স্নেহ, হতেছ বিকল ॥ ৩৪ ॥

নি, চ, মি,

রাগ গৌড়মল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।
কেন ভজনা সৃজন-লয়-কারণে।
হবে না হবে না দুঃখ, জনন-মরণে ॥
শাসিয়া ইন্দ্রিয় দশ, জ্ঞানাঙ্কুশে কর বশ,
বিষয়-মত্তমানস—বারণে।

হতেছে নিশ্বাস শেষ, ত্যজ মায়া মোহ দ্বেষ,
যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, স্মরণে ॥ ৩৫ ॥

ক্ব, মো, ম,

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তারে।
যে সৃজন-পালন করে সংহারে ॥
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
অকরে করে গ্রহণ, অচক্ষুঃ দেখে সবারে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার, দ্বিতীয় নাহিক তার,
নির্ব্বিকার নিরাধার, নিয়ন্তা বল যাহারে ॥ ৩৬ ॥

নী, ম, ঘো,

রাগিণী বিভাস। তাল জলদ্ তেতালা।

কেন মন! অচেতন হয়ে আছ অকারণ।
কর তার অন্বেষণ, যে হয় বিশ্ব-কারণ ॥
পড়্যে অজ্ঞান-সাগরে, নিদ্রিত আছ জাগরে,
এখন যদি জাগ রে, দেখিবে সে নিরঞ্জন।
ধন জন সমুদয়, স্বপন-সমান হয়,
ক্ষণে হয় ক্ষণে রয়, পায় লয় প্রতিক্ষণ।

অন্ধ হয়ে অন্ধকারে, দেখিছ বিশ্ব-আকারে,
আর না দেখিবে তারে, উঠিলে জ্ঞান-তপন ॥ ৩৭ ॥

তা, না, ত,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

কে নাশে কামাদি অরি, অবিবেক-বলে।
কে দহে কলুষ-বন, বিনা জ্ঞানানলে ॥
বিশ্বাস-ব্যজনে মন! কর তার উদ্দীপন,
শ্রবণ ধ্যান-পবন, বহে যেন প্রতিপলে।
শুন হে সুবোধ মন! করিয়া অতি যতন,
বিবেকেরে আনয়ন, করহ কৌশলে।
রিপু পাবে পরাজয়, এ কথা অন্যথা নয়,
এই সত্য অসংশয়, বেদোপনিষদে বলে।
বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে, কামাদির বেগ সয়ে,
সতত নির্ভয় হয়ে, দল রিপুদলে।
দেখো দেখো সাবধান, জ্ঞানানল দ্যুতিমান,
যেন না পায় নির্ব্বাণ, বিষয়-বাসনা-জলে ॥ ৩৮ ॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্ তেতালা।

কেমনে করিবে মন! নিরঞ্জন নিরূপণ,
সে যে হয় অবিষয়।
যে হয় অচিন্ত্য শক্তি, ন যণ্ড পুরুষ শক্তি,
নিরূপিতে তার শক্তি, বুদ্ধি যুক্তি দূরে রয়।
কেহ কহে সে সাকার, হস্তপদ আছে তার,
জন্মিয়া হরে ভূভার, কেহ তারে শূন্য কয়।
কেহ কহে নিরাকার, কিন্তু নহে নির্ব্বিকার,
ইচ্ছা আদি আছে তার, করে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
কেহ বলে নির্ব্বিকার, অনন্ত জগদাধার,
গুণক্রিয়া নাহি তার, সে তো শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।
যার বুদ্ধি শক্তি যত, কল্পনা সে করে তত,
নানামুনি নানামত, দেখে শুনে ভয় হয়।
যে হয় কল্পনাতীত, উপাধি-দোষ-রহিত,
তাতে হও সমাহিত, করি রিপুগণে জয়॥ ৩৭॥
নি, চ, মি,

রাগিণী আড়ানা-বাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

কেমনে হবে পার, সংসার-পারাবার।
বিনা জ্ঞান-তরণি, বিবেক-কর্ণধার॥

কর্ম্মগুণে দুর্নিবার, কলুষ-কলসভার,
বাঁধা আছে অনিবার, কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশাপবন বিষম,
প্রবৃত্তি-তরঙ্গসম, উঠে বারবার।
জলচর চারি পাশে, কাম ক্রোধ লোভ ভাসে,
পড়িলে তাদের গ্রাসে, নাহিক নিস্তার।
মোহ-আবর্ত্ত প্রবল, মদব্যাল মহাবল,
মাৎসর্য্য-বাড়বানল, জ্বলে অনিবার।
ব্যাধি-জালে দয়াহীন, কালধীবর প্রবীণ,
ধরি ভব প্রাণমীন, করিবে সংহার ॥ ৪০ ॥

ক্রু, মো, ম,

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।
কোথা হতে এলে তুমি, যাইবে কোথায়।
কে তুমি তোমার কেবা, চিনিলে না তায় ॥
নিদ্রায় দেখ যেমন বিবিধ স্বপন।
বিচিত্র বিশ্ব তেমন ভ্রম-দরশন।
অতএব ভাব সত্য, ভুলো না মায়ায় ॥ ৪১ ॥

কা, না, রা,

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

কোন্ ক্ষণে যাবে তনু, নাহি তার নিরূপণ।
ভাবিয়া দেখ না জীব! চিরস্থায়ী কোন্ জন॥
ধন-মদে মত্ত হয়্যে, নিজ পরিবার লয়্যে,
বৃথা কাল গেল বয়্যে, করি ধন উপার্জ্জন।
অনিত্য এ ত্রিভুবন, জন্মিলে হয় মরণ,
ক্ষণভঙ্গ এ জীবন, তবু নহ সচেতন।
পেয়েছ মনুষ্য-দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
ত্যজিয়ে বিষয়-স্নেহ, ভাব সত্যসনাতন॥ ৪২॥

নি, চ, মি,
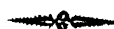
রাগ ভৈরব। তাল চৌতাল।

ক্রমে ক্রমে গেল আয়ুঃ, কবে আত্মজ্ঞান পাবে।
ভ্রমবশে ভাবিলে না, প্রাণান্তে কোথায় যাবে॥
ধন্য গুণময়ী মায়া, যারে লাগে তাঁর ছায়া,
মুগ্ধ সে পাইয়া কায়া, বৃথা অহং মম ভাবে।
এই অনর্থ-নিদান, কে আমি নাহিক জ্ঞান,
বিনা আত্মজ্ঞান ত্রাণ, হইবে কার প্রভাবে।
অতএব বলি সার, ভাব সদা বিশ্বাধার,

হবে ভবসিন্ধু-পার, আত্মতত্ত্ব অনুভবে ॥ ৪৩ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল, পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥
গত হয় আয়ুঃ যত, স্নেহে বল বাড়ে তত,
বর্ষান্তে উৎসব কত, করে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন-বলে,
নিস্তার নাহিক ফলে, কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, বিবেক বৈরাগ্য কর,
চিন্ত সত্য পরাৎপর, কি ভয় মরণে ॥ ৪৪ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী মূলতানী। তাল জলদ্ তেতালা।

চপলা-সদৃশ আয়ুঃ, যায় প্রতিক্ষণ।
পত্রাগ্র হইতে যথা, জলের পতন ॥
বিষয়ের উপাসনা, অসুখে সুখ-কল্পনা,
যথা বিধির রচনা, দেখায় স্বপন।
এ বুঝে মন আমার, ত্যজ আশা অহঙ্কার,

সদা কর সুবিচার, ইন্দ্রিয় দমন।
নিত্যানিত্য বস্তুদ্বয়—বিবেকে কর আশ্রয়,
ভাব চিদানন্দময়, সকল-কারণ ॥ ৪৫ ॥
নি, চ, মি,

রাগিণী রামকেলী। তাল জলদ্ তেতালা।
চিত্ত-ক্ষেত্র পবিত্র, করিয়া জীবগণ!।
আত্ম-উপাসনা-বীজ, করহ বপন ॥
শমাদি-সেচনী ধরি, বৈরাগ্য-সলিল ভরি,
সদা প্রাণপণ করি, কর হে সেচন।
হবে বৃক্ষ জ্ঞানময়, নিত্য মোক্ষ-ফলোদয়,
যাবে জন্মমৃত্যু-ভয়, করিলে ভক্ষণ।
বিষবৃক্ষ এ সংসার, বহে বিষ-ফল-ভার,
সে ফলের আশা আর, কর কি কারণ ॥ ৪৬ ॥
কা, না, ব্রা,

রাগিণী সাহানা। তাল ধামাল।
ছিল না রবে না দেহ—প্রাণের সংযোগ।
সংযোগ হইলে হয়, অবশ্য বিয়োগ ॥
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে্য, অশেষ আয়াস সয়্যে,

কেন হে বিষয় লয়্যে, করিছ সম্ভোগ।
কি কর বিষয়-গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব্ব,
নাশিবে তোমার সর্ব্ব, আসি মৃত্যু-রোগ।
অতএব সাবধানে, ত্যজি দম্ভ অভিমানে,
নিত্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে, কর মনোযোগ॥ ৪৭॥

নি, চ, মি,

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

জন্মের সাফল্য কর, ও রে আমার মন!।
নিবৃত্তিরে সঙ্গে লয়্যে, সত্যে কর আত্মার্পণ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, বিশ্বাতীত-সত্যে ভজ,
সদা সদানন্দে মজ, করো না বৃথা ভ্রমণ।
তুমি হল্যে অনুকূল, বাধ্য হবে রিপুকুল,
পাইব অকূলে কূল, সফল হবে জীবন।
ভাবি নিত্য নিরাকারে, নির্ব্বিকার নিরাধারে,
শোক-মোহ-সিন্ধুপারে, করিব সুখে গমন॥ ৪৮॥

নি, চ, মি,

রাগিণী ভুপালী। তাল তেওট।

তবু তারে ভাব না ভ্রমে।

ক্রমে হলো দেহেন্দ্রিয়, বিকল কাল-বিক্রমে ॥
যে তব সুখের তরে, দিবানিশি অকাতরে,
বাঞ্ছিত-ফল বিতরে, কেবল করুণা-ক্রমে।
অবিচ্ছেদে থাকে কাছে, তুমি ক্লেশ পাও পাছে,
কে আর এমন আছে, বৃত্তি দেয় বিনা শ্রমে।
উপায় না দেখে অন্য, যে তব পালন-জন্য,
জননীরে দেয় স্তন্য, জননের উপক্রমে ॥ ৪৯ ॥

তা, না, ত,

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্ তেতালা।

তাতে নাই প্রীতি তব, কেমন প্রকৃতি।
যাহার কৃপায় তুমি, হইয়াছ কৃতী ॥
যে তব জীবন দিল, বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়োজিল,
যাতে হয় গুণ শীল, সুখ্যাতি সুকৃতি।
যদ্যপি কেহ তোমারে, বাধ্য করে উপকারে,
কৃতজ্ঞতা-ব্যবহারে, তোমার নিষ্কৃতি।
আর কি বল্যে বুঝাব, যাঁ হতে তোমার ভাব,
তাঁরে ভক্তিভাবে ভাব, ত্যজ অহঙ্কৃতি ॥ ৫০ ॥

শ্যা, চ, ত,

রাগিণী গৌরসারঙ্গ। তাল খিমা তেতালা।

তারে তত্ত্ব কর চিত্ত! যে করে এ ভবে পার।
আত্মতত্ত্ব ভুলে কর, কার তত্ত্ব অনিবার॥
করিতেছ যার তত্ত্ব, সে নহে যথার্থ তত্ত্ব,
শুদ্ধ কর বুদ্ধি সত্ব, তবে দেখা পাবে তার।
একে মত্ত অহঙ্কারে, তাহে অন্ধ অন্ধকারে,
কেমনে দেখিবে তারে, আকার নাহিক যার।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
হয়্যে সমাধি-নিপুণ, দেখ সেই সারাৎসার॥ ৫১॥
শ্রী, ধ, বি,

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।

তারে কর হে স্মরণ, যে অনাদি-নিধন।
বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত, বিশ্বের কারণ॥
নিরাকার নিরাময়, নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়,
নিরিন্দ্রিয় নিরালয়, নিত্য নিরঞ্জন।
যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ,
যার ভয়ে অনুক্ষণ, বহিছে পবন।
সতত যাহার ত্রাসে, প্রকাশে তারা আকাশে,
যার ভয়ে অনায়াসে, ফলে তরুগণ।

সৃজন পালন লয়, যাহার ইচ্ছায় হয়,
যিনি চিদানন্দময়, স্বয়ং সনাতন।
বেদান্ত কোনপ্রকারে, না পারিয়া বর্ণিবারে,
নেতি নেতি বল্যে যারে, করে নিরূপণ ॥ ৫২ ॥
ব্রু, মো, ম,

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।
তাঁরে দূর জানি ভ্রম, সংসার-সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হতে, তোমার নিকটে ॥
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে।
জ্ঞানরত্ন-মহাধন, যত্নে কর উপার্জ্জন,
বৃথায় যায় জীবন, বসি ভব সিন্ধুতটে ॥ ৫৩ ॥
রা, মো, রা,

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।
তারে ভাব ও রে মন! যে মনের মন।
নয়নের যে নয়ন, জীবের জীবন ॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত-চরাচর,
পরিপূর্ণ পরাৎপর, নিত্য নিরঞ্জন।

জীবজন্তু অগণন, পতঙ্গ বিহঙ্গগণ,
অচিন্ত্য এ ত্রিভুবন, যাহার রচন।
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রমিছে নিয়মে যার,
সমীরণ শশী আর, নক্ষত্র তপন।
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়া না পায় স্থল,
মীমাংসা-শাস্ত্র বিকল, করিতে বর্ণন।
বেদান্ত সংশয়াপন্ন, হৈয়ে করে তন্ন তন্ন,
যারে ভেবে অবসন্ন, কণাদ-দর্শন ॥ ৫৪ ॥

কা, না, রা,

রাগ মল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

তারে ভুলিলে কেমনে।
যাহার নিয়মে তুমি, সুখী হও সর্ব্বক্ষণে।
যে দিল বাসনামত, সুখের সামগ্রী কত,
তাতে না হইয়ে রত, যাপন কর জীবনে।
জীবনের সুখভোগ্য, জল বায়ু উপযোগ্য,
বিনা কি হইতে যোগ্য, এই জীবন-ধারণে।
অতএব বলি সার, করো না করো না আর,
অকৃতজ্ঞ-ব্যবহার, ভজ সেই নিরঞ্জনে ॥ ৫৫ ॥

শ্যা, চ, ত,

রাগিণী বিভাস। তাল জলদ্ তেতালা।

তুমি কার কে তোমার, কারে বল রে আপন।
মহামায়া-নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন॥
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি-দরশন,
তেমন এ ত্রিভুবন, মায়া-বিড়ম্বন।
দেখ এক তরুবরে, বিহঙ্গগণ বিহরে,
যামিনী-প্রভাতে করে, কে কোথা গমন।
নিশ্চিত জানিবে তব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে সব, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে ধন, কোথা প্রিয়জন।
যৌবন গৌরব মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন নাশিবে প্রাণ, নিষ্ঠুর শমন॥ ৫৬॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

ত্যজিয়ে সকল কর্ম্ম, একের লও শরণ।
রাগ দ্বেষ শোক মোহ, কেন কর অকারণ॥
হয়্যে মোক্ষ অভিলাষী, ভাব সেই অবিনাশী,
নাশিবে কলুষরাশি, সর্ব্বেশ্বর নিরঞ্জন।

মায়া-তমঃ পরিহর, সর্ব্বজীবে দয়া কর,
হবে সুখী নিরন্তর, হল্যে এ দেহ পতন ॥ ৫৭ ॥
নি, চ, মি,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

দম্ভভাবে কত রবে, হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান ॥
কামক্রোধ লোভমোহে, মুগ্ধ হয়্যে পরদ্রোহে,
আপন দোষ-সন্দোহে, না কর সন্ধান।
রোগেতে অতি কাতর, শোকেতে ব্যাকুলান্তর,
অথচ আমি অমর, মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয়-বাক্য কও,
সত্যের শরণ লও, পাবে পরিত্রাণ ॥ ৫৮ ॥
রা, মো, রা,

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

দেখ মন! এ কেমন, আপন অজ্ঞান।
আমি যারে বল তার, না পাও সন্ধান ॥
সকল শরীর-ব্যাপি, যে আছে তোমার,
অথচ না জানিলে সে, কেমন প্রকার,

অতএব ত্যজ নিজ, জ্ঞানি এই অভিমান ॥ ৫৯ ॥

নী, ম, ঘো,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

দেহ-বৃক্ষে দুই পক্ষী, করিছে কালযাপন।
ঔপাধিক-ভেদে ভিন্ন, স্বরূপে এক চেতন ॥
ক্লেদাদি-সংসর্গে হয়, চন্দনে দুর্গন্ধোদয়,
তথা জীবে সমুদয়, মায়াগুণ-আরোপণ।
ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেদাদি গেলে অন্তরে,
প্রকাশে বাহ্য-অন্তরে, যথা সুগন্ধ চন্দন।
তথা জীব চিদাভাস, অবিদ্যার হলে নাশ,
ক্ষণে হয় স্বপ্রকাশ, নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন।
দেহ-বৃক্ষে যত ফল, জীবভোগ্য সে সকল,
ভোগহীন সুনির্ম্মল, সর্ব্বসাক্ষী সনাতন।
অতএব নিরন্তর, আত্মতত্ত্ব ধ্যান কর,
করিবে জ্ঞান-ভাস্কর, অবিদ্যা-তমোহরণ ॥ ৬০ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী কেদারা। তাল কাওয়ালি।

দ্বৈত-ভাব ভাব কি মন! এক ভিন্ন দুই নয়।

একের কল্পনা নানা, সাধকেরা এই কয়॥
হংসরূপে বাহ্যান্তর, ব্যাপিল যে পরাৎপর,
সে বিনা নাহি অপর, জানহ নিশ্চয়।
বিধি বিষ্ণু শিব যম, কি স্থাবর কি জঙ্গম,
প্রত্যেকেতে যথাক্রম, তাঁতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত-গর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়॥ ৬১॥

নি, চ, মি,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

দ্বৈত-ভাব ভাব মন! না জেনে কারণ।
একের সত্তায় হয়, ব্রহ্মাণ্ড-কল্পন॥
স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।
ধরণীতে গন্ধগুণ, জলে আস্বাদন,
অনিলেতে স্পর্শ গুণ, তেজে দরশন,
শূন্যে শব্দ করি দান, হয়্যে বিশ্ব-অধিষ্ঠান,
ব্যাপি বহিরন্তঃস্থান, আছে এক নিরঞ্জন॥ ৬২॥

নি, চ, মি,

রাগিণী মুলতানী। তাল চৌতাল।

না জানিয়া বেদান্তার্থ, পরমার্থ বিনাশিলে।
ভাবিয়া দেখ না জীব, কে তুমি কোথা আসিলে॥
শুনে নানা শাস্ত্র-মর্ম্ম, নানা রূপ নানা ধর্ম্ম,
নানা ব্রত নানা কর্ম্ম, নানা দেব উপাসিলে।
জেনে শাস্ত্র নানামত, নানা মুনি নানামত,
হয়্যে নানাপথে রত, নানা মত প্রকাশিলে।
বেদান্তার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব, কর সদা তাঁর তত্ত্ব,
শুদ্ধ হবে বুদ্ধি সত্ত্ব, কামাদি-রিপু শাসিলে॥ ৬৩॥

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে।
অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।

নিজগ্রামে পরগৃহে, চোর প্রবেশিলে মন!।
লোকে শুনে স্বভবনে, ভয়ে করে জাগরণ॥
নবদ্বার দেহ-ঘরে, দুরন্ত কাল-তস্করে,
সদা আয়ুঃ-ধন হরে, নাহি অন্বেষণ।

মোহরাত্রি তমোঘন, তাহে সবে অচেতন,
প্রহরী ইন্দ্রিয়গণ, করেছে শয়ন।
বিবেক-সাহসভরে, জ্ঞান-অসি ধরি করে,
জাগিয়া কাল-তস্করে, কর নিবারণ ॥ ৬৪ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী আড়ানাবাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

নিজ বাহুবলে রাজ্য, করিলে বিস্তার।
সংগ্রামে অনেক রিপু, করিলে সংহার ॥
রিপু-শূন্য হলো ধরা, সুযশে ভূলোক ভরা,
ধরারে ভাবিছ শরা, করি অহঙ্কার।
কিন্তু রণে রিপুছয়, তোমারে করিয়া জয়,
দেহ-রাজ্য সমুদয়, করে অধিকার।
বৈরাগ্য-অস্ত্রের বলে, রণে দল রিপুদলে,
এখনো কর কৌশলে, স্বরাজ্য-উদ্ধার।
স্বরাজ্য শাসিত যার, সাম্রাজ্যে কি ফল তার,
পররাজ্য-অধিকার, করো না করো না আর।
যে দিল এ রাজ্যভার, বিশ্বরাজ্য কার্য্য যার,
ভাব সেই সারাৎসার, পাইবে স্বারাজ্য তার ॥৬৫॥

কা, না, রা,

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালি।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব-নিকেতন।
বিকার-বর্জ্জিত, কামাদি-রহিত, নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব-চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়।
উপমা-রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, নাহি যার সীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমিছে নিয়মে যার।
জলবিন্দূপরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষিগণ, জন্তু অগণন, যাহার রচন হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেইরূপে সব রয়।
দেন সবাকার, উদরে আহার, জীবের জীবন-দাতা।
রস-রক্তময়ে, মাতৃস্তন-দ্বয়ে, দুগ্ধ দেন বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় নিয়মেতে যার।
সেই পরাৎপর, ভাব নিরন্তর, তবে হবে ভবপার॥৬৬॥

রা, মো, রা,

রাগিণী কেদারা। তাল কাওয়ালি।

নিরঞ্জন নিরাকার, নিখিল-কারণ।
নির্ব্বিকার নিরাধার, পতিত পাবন॥
বিরহিত পাপপুণ্য, অতীত বাক্য-নৈপুণ্য,
উপাধি-কল্পনা-শূন্য, বিবর্জ্জিত বিশেষণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, প্রভৃতির অধীশ্বর,
বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর, গুণাতীত সনাতন।
একমাত্র যিনি সার, সকলের মূলাধার,
শ্রবণ মনন তাঁর, কর নিদিধ্যাসন॥ ৬৭॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্ তেতালা।

নিরঞ্জন নিরাময়, করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণ-বিহঙ্গ, পলাবে কখন।
ও রে অভাজন! সুখে, কৃতান্ত-ফণি-সম্মুখে,
করেছ শয়ন।
সুখবোধ কর যারে, সে সব যন্ত্রণা।
সুধাভ্রমে বিষ পানে, করো না মন্ত্রণা।
ধৈর্য্য-আদি গুণগণে, মত্ত করি তুল্য মনে,
করহে বন্ধন।

কৌমারে খেলাতে কাল, করিলে যাপন।
কাম-রসে রসোল্লাসে, তুষিলে যৌবন।
জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল,
নিকটে মরণ ॥ ৬৮ ॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্ তেতালা।

নিরঞ্জন নিরাময়ে, নিয়ত কর স্মরণ।
যে করে করণ-বিনা, সৃষ্টি স্থিতি সংহরণ ॥
সর্ব্বাধার নিরাধার, সর্ব্বাকার নিরাকার,
সবিকার নির্ব্বিকার, অমনা করে মনন।
অকর করে গ্রহণ, সর্ব্বগত অচরণ,
অকর্ণ করে শ্রবণ, অনেত্র করে দর্শন।
কি বিচিত্র শক্তি তার, কেবা জানে সাধ্য কার,
যে সকল গুণাধার, গুণহীন সনাতন ॥ ৬৯ ॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী কেদারা। তাল আড়াঠেকা।

নিরন্তর ভাব তারে, বিশ্বাধার বল যারে।
সত্য-পরিপূর্ণতত্ত্ব, বিশ্বসাক্ষি নিরাকারে ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যায়, ধ্যান-যোগে নাহি পায়,
স্বপ্রকাশ আত্মা তায়, বেদে কহে বারে বারে।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি,
ন ষণ্ড পুরুষ নারী, কে তারে জানিতে পারে ॥৭০॥

নি, চ, মি,

রাগিণী কেদারা। তাল কাওয়ালি।

নিরুপমের উপমা, সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা।
যত সব অর্ব্বাচীনে, অচিন্ত্য উপাধি-হীনে,
নানা রূপে প্রতিদিনে, করয়ে কল্পনা।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নিরাকার পরাৎপর,
তার করে কলেবর, এ কি বিড়ম্বনা।
বর্ণে না বর্ণনা হয়, বাক্যের যে অবিষয়,
সেই চিদানন্দময়, করহ ভাবনা ॥ ৭১ ॥

ব্র, মো, রা,

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল কাওয়ালি।

নিষাদ কাল করাল, পাতিয়াছে কর্ম্ম-জাল,
সাবধানে বঞ্চ'কাল, মানস-বিহঙ্গ!।

ধন জন দেহ বল, ও যে কর্ম্ম-তরুফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি, হইয়াছ মন!।
নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে, করহ গমন।
সুন্দর তরু নিশ্চয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
ভুঞ্জিবে হয়ে নির্ভয়, জুড়াইবে অঙ্গ ॥ ৭২ ॥

গৌ, মো, স,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

পরনিন্দা পরপীড়া, কুমতি কেন ত্যজ না।
বারম্বার পাপাচারে, সহিবে কত যাতনা॥
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
হয়ো কর আয়ুঃ ক্ষতি, আহা এ কি কুবাসনা!।
সম্বন্ধ জীবনাবধি, অপার আশা-জলধি,
তবে কেন নিরবধি, ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা।
দম্ভ গর্ব্ব খর্ব্ব কর, ভ্রান্তি-বুদ্ধি পরিহর,
বৈরাগ্যে করি নির্ভর, কর ব্রহ্ম উপাসনা ॥ ৭৩ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

বচন-অতীত যাহা, কয়ে কি বুঝানো যায়।
বিশ্ব যার কার্য্য হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাদৃশ্য দিব কোথায়।
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ়ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, বিনাশিবে মিথ্যা-ভান,
নাহিক অন্য উপায়॥ ৭৪॥

নী, ম, ঘো,

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্ তেতালা।

বিগত বিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎ সুখ পরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং স্মর পরমেশং তূর্ণং। ১।
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্নদহস্তমপীনং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং। ৩।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৪।
যস্য বিবর্ত্তং জগদাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।

নাণুস্থূলং জগতোমূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৫। ৭৫॥
রা, মো, রা,

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

বিচিত্র করিতে গৃহ, যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু দেহ-গেহ ক্ষয়, হইতেছে প্রতিক্ষণে॥
অজপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত-তপন তায়,
নষ্ট করে সমুদায়, যায় অকারণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
ত্যজ দ্বেষ যাবে ক্লেশ, ভজ নিরঞ্জনে॥ ৭৬॥
কা, না, রা,

রাগিণী আড়ানাবাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

বিজ্ঞান-সহায়ে কর, অজ্ঞান সংহার।
জ্ঞানোদয়ে সুখোদয়, হইবে অপার॥
দেহ-রথে তুমি রথী, বুদ্ধিকে কর সারথী,
চালাও কৈবল্য-পথি, রথ অনিবার।
দশেন্দ্রিয়ে অশ্ব কর, মনোরাশরজ্জু ধর,
জ্ঞানে কর সহচর, ভয় কি তোমার।
বস্তু বিচারণ-বাণ, সতত কর সন্ধান,

যেন নাহি পায় ত্রাণ, রিপুকুল আর ॥ ৭৭ ॥

রা, * দ,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

বিনাশ বিনাশ মন! বিষয়ের অভিলাষ।
জ্ঞানামৃত পান করি, আনন্দ-সাগরে ভাস।
অবলম্ব করি যারে, স্থিতি কর এ সংসারে,
ক্ষণেক না ভাব তারে, অনিত্যে করি বিশ্বাস ॥ ৭৮ ॥

কা, না, রা,

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

বিশ্বকর্ত্তা পরমাত্মা, কেন তারে ভোলো মন!।
অদ্ভুত যার রচনা, সাক্ষ্য দেয় প্রতিক্ষণ ॥
সতত ভাবিয়ে যারে, যাব ভব-সিন্ধু-পারে,
কেমনে ভুলিয়ে তারে, কর অন্য-উপাসন।
যে নির্গুণ নিরাকার, আকার-কল্পনা তার,
করো না করো না আর, প্রকল্পিত নামার্পণ।
তত্ত্ব-উপদেশ শুন, হয়্যে সমাধি-নিপুণ,
ভাব মন! পুনঃ পুনঃ, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ॥ ৭৯ ॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতাল।

বিষয়-মৃগতৃষ্ণায়, ক্রমে আয়ুঃ হয় ক্ষীণ।
আমি কৃতী আমি ধনী, এই দর্পে যায় দিন॥
কেন হল্যে অবিরত, দুরাশার অনুগত,
কুসঙ্গে কুপথে রত, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন।
ক্ষুধা-আদি চতুষ্টয়, কাম-আদি রিপু ছয়,
তোমারে করিয়া জয়, বলে করে পরাধীন।
জ্ঞান-অস্ত্রে রিপুগণে, দমন করিয়া রণে,
ভজ নিত্য নিরঞ্জনে, অন্তে সত্যে হবে লীন॥ ৮০॥

নি, ম, মি,

রাগিণী সাহানা। তাল আড়াঠেকা।

বিষয়ে আসক্তি মন! সদা করিতেছ।
লোকে মান্য হবে বল্যে, কি কষ্ট পেতেছ॥
ধন জন সুত দারা, মমতার পাত্র যারা
সঙ্গে না যাইবে তারা, কেন ভুলিতেছ।
করি চিত্ত-সমাধান, লাভ কর আত্মজ্ঞান,
অনায়াসে পাবে ত্রাণ, মিছা কেন মজিতেছ॥ ৮১॥

ভৈ, চ, দ,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

বিষয়ে আসক্ত হল্যে, বিফলে যাবে জীবন।
বিষয়-পঙ্কেতে পঞ্চ—জীবের যথা জীবন ॥
শব্দে মৃগ গন্ধে অলি, রূপেতে পতঙ্গাবলি,
স্পর্শে মাতঙ্গমণ্ডলি, মরে রসে মীনগণ।
যেই জীব অবিরত, বিষয়ে হইবে রত,
অবশ্য সে হবে হত, এই তার নিদর্শন।
অতএব সাবধানে, ত্যজিয়া বিষয়-ধ্যানে,
বৈরাগ্য বিবেক-জ্ঞানে, হৃদে ভাব নিরঞ্জন ॥ ৮২ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্ তেতালা।

বিস্মৃত হও না মন! সেই বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্বজন-সহ তব, পালন যে করে ॥
বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বাধার, বিশ্বাতীত বিশ্বাকার,
সহিয়ে বিশ্বের ভার, বিশ্বের যে ক্লেশ হরে ॥ ৮৩ ॥

(চন্দ্র,)

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্ তেতালা।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম, সুখেরি আশায়।

রহিয়ে কুপিত ফণি—ফণার ছায়ায় ॥
রজত কাঞ্চন মণি—নানাধনে তুমি ধনী,
কিন্তু ক্ষণে কাল-ফণী, দংশিবে তোমায়।
দুঃখ দুর্দ্দিনের প্রায়, সুখ-খদ্যোতিকা তায়,
ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়, সংসার দশায়।
অতএব বলি সার, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
তুমি কার কে তোমার, ভুলো না মায়ায়।
প্রমত্ত মন-বারণ, যদি না মানে বারণ,
জ্ঞানাঙ্কুশে নির্যাতন, করিবে তাহায়।
হলো আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, হবে দুঃখ-অবসান,
নিত্য কর সত্য ধ্যান, অন্তের সহায় ॥ ৮৪ ॥

কা, না, রা,

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং তব কৃপা হি কেবলং।
পাশনাশ-হেতুরীশ নতু বিচারবাগ্বলং।
বিবিধ-শাস্ত্রজল্পনেন ফলতি নাথ কিং ফলং।
তব কৃপাং বিনা ন ভাতি মনসি তত্ত্বমুজ্জ্বলং।
শ্রুতিপুরাণতন্ত্রতো ন যাতি চেতসোমলং।
দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং। ৮৫।-(উদ্ধৃত)

রাগিণী সুরট। তাল কওয়ালি।

ভজ অকালনির্ভয়ে।
পবন তপন শশী, ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁর ধ্যান, করিবে হৃদয়ে ॥ ৮৬ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী বাহার। তাল কওয়ালি।

ভজ অনাদি-পুরুষ সনাতন।
কাল-ফণিমুখে রয়্যে, মায়ায় মোহিত হয়্যে,
অনিত্য-বিষয় লয়্যে, বৃথা দিন গেল বয়্যে,
হয়্যে অচেতন।
কর শ্রবণ মনন, সমাধান সর্ব্বক্ষণ,
বিষয়-বিষ-ভক্ষণ, করো না কখন,
নেত্রে দিয়ে জ্ঞানাঞ্জন, দেখ নিত্য নিরঞ্জন,
যিনি এ বিশ্বরঞ্জন, শমনভয়-ভঞ্জন ॥ ৮৭ ॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

ভজ মন! তাঁরে, যে তারে ওরে! ভব-পারাবারে

পড়িয়া মায়ায়, বৃথা কাল যায়,
মজালে তোমায়, রিপুপরিবারে।
ইন্দ্রিয় সামর্থ্যহীন, প্রতিক্ষণে তনুক্ষীণ,
ফুরায়ে গেল রে দিন, মিস্থ্যা-ব্যবহারে।
উপায় শুন এখন, যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
তাঁহার কর মনন, সাধ্য-অনুসারে ॥ ৮৮ ॥

নী, ম, ঘো,

রাগিণী ভীম-পলাশী। তাল জলদ্ তেতালা।

ভজ মন! হৃদয়ে তাঁহারে, প্রভু জানিয়া হে।
যত্নে সদা করিয়ে, নিগ্রহ ইন্দ্রিয়ে,
স্থিরা মতি লাভ করিবারে, গুরু মানিয়া হে ॥ ৮৯ ॥

তা, না, ত,

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

ভজ সেই বিশ্বেশ্বরে, ত্যজ অনিত্য-বাসনা।
অন্য কে উপাস্য আছে, কর কার উপাসনা ॥
যে হয় জগদাধার, অপার মহিমা যার,
মহিমার সীমা তার, করো না ভ্রমে ভাবনা।
যাহার রচনা-কার্য্য, মনেতে না হয় ধার্য্য,

তার শক্তি অনিবার্য্য, মনে কে করে ধারণা।
সৃজন পালন লয়, যার ইচ্ছামাত্রে হয়,
ভাবিলে সে জ্যোতির্ম্ময়, রবে না ভব-যাতনা ॥ ৯০ ॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্ তেতালা।
ভবে ভ্রান্ত হয়্যে জীব! না জানিলে নিজ-শিব,
ভ্রম-বশে ভ্রম অকারণ।
দেহ-রথে তুমি রথী, বুদ্ধিকে কর সারথি,
ইন্দ্রিয়-ঘোটক তথি, রাশরজ্জু-মন।
বৈরাগ্যে কর সম্বল, সুখে মোক্ষ-পথে চল,
নিত্যসুখময়-স্থল, করিবে দর্শন ॥ ৯১ ॥
নী, ম, ঘো,

রাগিণী সাহানা। তাল ধামাল।
ভয় করিলে যাঁরে, না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয় ॥
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান, যে দিল তোমায়।
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায় ॥

তাঁরে ভয় কর হবে, কাল-ভয়-ক্ষয় ॥ ৯২ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী আলৈয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

ভাব তার কি বা শক্তি, কি বা তার জ্ঞান।
বেদান্তে বর্ণয়ে যারে সর্ব্বশক্তিমান।
শক্তিতে করে সৃজন, যে চতুর্দ্দশ-ভুবন,
দেহ করে সজীবন, করি জ্ঞান দান ॥ ৯৩ ॥

শ্যা, চ, ত,

রাগিণী ভূপালী। তাল তেওট।

ভাব মন! তাকে।
জলে স্থলে শূন্যে যে, সমান-ভাবে থাকে ॥
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
বিশ্বসাক্ষী নিরাকার, বেদে বলে যাকে ॥ ৯৪ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ॥
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

ভাব সেই আত্মতত্ত্ব, কাল আসিতেছে।
যেই নিরাধার, সর্ব্বাধার হইতেছে॥
নিরুপাধি নিরাময়, নীল পীত রক্ত নয়,
কিন্তু এই মায়াময়, বিশ্ববস্তু ব্যাপিতেছে।
আকাশ অনিল জল, তপন শশী অনল,
স্বগুণে ভিন্ন সকল, সৎস্বরূপে রহিতেছে।
আদি অন্ত নাহি যার, বিশ্বাতীত বিশ্বাধার,
বিশ্বভিন্ন বিশ্বাকার, যেই বিশ্ব দেখিতেছে।
পরম-ব্যোম-পরতঃ, অথচ-সর্ব্বত্র-গত,
যারে জন্মাদ্যস্য যতঃ, ব্রহ্মসূত্রে কহিতেছে।
পাবন সর্ব্বকারণ, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন,
স্বপ্রকাশ সনাতন, সদা যেই ভাসিতেছে॥ ৯৫॥

কৃ, মো, ম,

—⋙⋘—

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়াঠেকা।

ভাব সেই সর্ব্বান্তর—পরিপূর্ণ-পরাৎপর।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—বাক্যমন-অগোচর।
বেদোপনিষদে কয়, ব্রহ্ম একমেবাদ্বয়,
নাই তার ভেদত্রয়, যে বিশ্ব সৃজন করে।

যথা এক নদীতটে, জলপূর্ণ নানা ঘটে,
নানা প্রতিবিম্ব ঘটে, এক প্রভাকর-করে।
তথা এক স্বপ্রকাশ, হয়্যে নানা চিদাভাস,
করিয়ে অন্তরে বাস, অন্তরের তমোহরে।
যথা গবী নানাবর্ণ, নানারূপ চক্ষুকর্ণ,
ভক্ষে নানা-বর্ণ-পর্ণ, দুগ্ধ এক বর্ণ-ক্ষরে।
তথা দেহ নানাকার, সংখ্যা করে সাধ্য কার,
তাহে এক নির্ব্বিকার, সমানরূপে সঞ্চরে ॥ ৯৬ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী শঙ্করা। তাল আড়াঠেকা।

ভুলো না ভুলো না মন! সদানন্দ চিদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে, অবলম্ব করি যাঁকে ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যাঁর ব্যাপ্য এ সংসার,
যিনি সকলের সার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে ॥ ৯৭ ॥

কা, না, রা,

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।

মন! এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন, কর তুমি কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা ডাক কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন কে দিতে পারে,
কেন ইহতিষ্ঠ তারে, বল বারে বার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়ে কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার॥ ৯৮॥

ব্র, মো, রা,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

মন! তুমি সদা কর, সত্যের সাধনা।
নির্গুণ নীরূপে রূপ, করো না কল্পনা।
যে রচিল এ সংসার, নাম রূপ নাহি তার,
সেই নিত্য নিরাকার, তাও কি জান না।
না জানিয়া সত্যক্রম, বৃথা কেন কর শ্রম,
কল্পনা বুদ্ধির ভ্রম, বৃথা বিড়ম্বনা।
বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখি কর্ত্তা মান,

আছে এই মাত্র জ্ঞান, করিয়ে ভাবনা ॥ ৯৯ ॥
নী, ম, ঘো,

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।

মন! তোরে কে ভুলালো হায়।
কল্পনারে সত্য বলি, মান এ কি দায়।
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগদীশ বল তাকে, রচিলে যাহায়।
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার।
ক্ষণেক স্থাপহ, ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সম্মুখে নাচাও তারে,
এত ভ্রম এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥ ১০০ ॥
ব্র, মো, রা,

রাগিণী ভূপালী। তাল জলদ্ তেতালা।

মন! ভুলো না তারে।
সকল সুখ-সম্পদ, যে দিল তোমারে।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়, জড় জীবসমুদয়,
হয় রয় পায় লয়, অবলম্ব করি যারে ॥ ১০১ ॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।
যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধভাবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে, বিশ্বের প্রকাশ।
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছা মতে করে নাশ।
সত্য সেই জান এই, সমাধি-প্রভাবে॥ ১০২॥

রা, মো, রা,

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

মন রে! অশান্ত ভ্রান্ত, নিতান্ত দিন যায় রে!।
পরম আত্মার ধ্যান, না হইল হায় রে!॥
হয়ে মায়া-নিদ্রাগত, অহংজ্ঞানে জ্ঞানহত,
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রত, হয়েছ মায়ায় রে!।
স্বপ্নতুল্য এ জীবন, তবু আছ অচেতন,
ক্ষণেক সম্বন্ধ মন! প্রাণে ও কায়ায় রে!।
আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে,
মিথ্যারে সত্য মানিয়ে, কল কি বাঁচায় রে!॥ ১০৩॥

নি, চ, মি,

রাগিণী দেশ। তাল জলদ্ তেতালা।

মন রে ত্যজ অভিমান।
জেনেছ নিশ্চিত যদি, রবে না এ প্রাণ ॥
ভবের বিভব তব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
কিছু দিনে হবে সব, স্বপন-সমান।
অভ্যাস করিলে আগে, বিষয়-ইন্দ্রিয়-যাগে,
আছ সেই অনুরাগে, হইয়া অজ্ঞান।
এখন জ্ঞান-নয়ন, কর মন! উন্মীলন,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, পাবে পরিত্রাণ ॥ ১০৪ ॥

তা, না, ত,

রাগিণী রামকেলী। তাল জলদ্ তেতালা।

মনে কর শেষের, সে দিন ভয়ঙ্কর।
সবে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর ॥
দারাসুত অনুগত, যারে স্নেহ কর যত,
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।
হইবে মুখ মলিন, ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ,
দৃষ্টি-হীন নাড়ী লীন, হিম কলেবর।
গৃহে হায় হায় রব, বিষণ্ন বান্ধব সব,
বিভব ভাবিয়া তব, ব্যাকুল অন্তর।

অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
মৃত্যুভয়ে পাবে ত্রাণ, ভাব পরাৎপর ॥ ১০৫ ॥
রা, মো, রা,

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি, পরম-সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর, সর্ব্ব গুণে গুণাকর ॥
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্বরথগজে দ্বার, অতি শোভাকর।
কিন্তু যত সঙ্গী ভবে, কেহ নাহি সঙ্গে রবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছুদিনান্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
বৈরাগ্যে হয়্যে নিপুণ, হৃদে ভাব পরাৎপর ॥ ১০৬।
রা, মো, রা,

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা

মানে মানে যাওয়া ভাল, সদা এই কথা বল।
লোকে মান্য হবে বল্যে, কতই কর কৌশল ॥
করিতে সংসার-ধর্ম্ম, যদি ঘটে অপকর্ম্ম,
মান-ভয়ে তার মর্ম্ম, লুকাইতে কর ছল।

বল কোথা মান রবে, শমন আসিয়া যবে,
কেশেতে ধরিয়া লবে, প্রকাশিয়া স্বীয় বল।
যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সদা তাঁর কর ধ্যান,
পাবে চিরস্থায়ি মান, জনম হবে সফল ॥ ১০৭ ॥
শ্যা, চ, ত,

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্ তেতালা।

মায়া-বশে রসোল্লাসে, বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ-শিব, অন্তের উপায় ॥
পড়িয়া অজ্ঞান-হ্রদে, মুগ্ধ আছ মোহ-মদে,
ত্রাণ নাহি এ বিপদে, সংসার-দশায়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, বিষয় ইন্দ্রিয় দিল,
জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োজিল, তোমার সহায়।
তারে ভোল মম চিত, এতো অতি অনুচিত,
না বুঝিলে হিতাহিত, হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥
কা, না, রা,

রাগিণী যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

যে দিন গেল রে মন! সে দিন পাবে না আর
দিন পরাধীন নয়, তুমিতো অধীন তার ॥

প্রতিদিন প্রভাকরে, তব আয়ুঃ-বায়ু হরে,
কে তারে বারণ করে, বারণ সে মানে কার।
চেতনা-রহিত চিত, বিষয়ে হয়্যে মোহিত,
কর কত অনুচিত, অবিহিত ব্যবহার।
শরীর হইতে যবে, প্রাণের বিশ্লেষ হবে,
কোথায় পড়িয়া রবে, ধন জন পরিবার।
মায়া-বশে অবিরত, অভিমান কর কত,
কিন্তু কবে হবে হত, ভাবিলে না একবার।
শুন তত্ত্ব-উপদেশ, ত্যজ মায়া মোহ দ্বেষ,
ভজ সত্য নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন নিরাকার॥ ১০৭॥

প্রা, চ, ব,

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্ তেতালা।

যে বিভু করিল এই, বিচিত্র বিশ্ব-রচনা।
জ্ঞানের প্রভাব তার, না হয় মনে ধারণা॥
ছিল না বিশ্ব যখন, অভাব ছিল তখন,
কেমনে ভাব ভুবন, করিল কল্পনা।
বিশ্বকর্ত্তা নিরাময়, দেখি বিশ্ব তমোময়,
কিসে বিশ্ব দৃশ্য হয়, করিল মন্ত্রণা।
তমো-নাশিতে তপনে, সৃষ্টি করে যে গগণে,

সদা সেই নিরঞ্জনে, কর আরাধনা ॥ ১১০ ॥

শ্যা, চ, ত,

রাগিণী সোহিনী। তাল জলদ্ তেতালা।

রবে না রবে না মন! রবে না এমন দিন।
জীবন জীবন-বিম্ব, অবিলম্বে হবে লীন ॥
ভবে ক্ষণমাত্র হয়, পরস্পর পরিচয়,
হইলে এ দেহ-ক্ষয়, হবে সবে স্নেহ-হীন।
শরীর ইন্দ্রিয়সবে, সমভাবে নাহি রবে,
তোমারে হইতে হবে, অবশেষে পরাধীন।
এখন ইন্দ্রিয়গণ, সবল রয়েছে মন!
ভাব নিত্য নিরঞ্জন, পাপতাপ হবে ক্ষীণ ॥ ১১১ ॥

নি, চ, মি,

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তব, আয়ুর্যাতি অহংজ্ঞানে ॥
ভাই বন্ধু আদি সবে, শেষে সঙ্গে নাহি রবে,
এক জ্ঞানমাত্র হবে, সহায় তোমার ত্রাণে।
বুঝিয়া মায়ার ছল, যুক্তি-বেদ-মতে চল,

ইন্দ্রিয় আছে সবল, যত্ন কর সত্য-ধ্যানে ॥ ১১২ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্ময় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকর-শিশিরকরাবত্তিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন্নশুচামধিরোহঃ।
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং ॥ ১১৩ ॥

রা, মো, রা,

রাগিণী বাহার। তাল একতালা।

শুন ওহে মন! ভজ সদা নিত্য নিরঞ্জন।

যে হয় বিশ্ব-স্বজন—পালন লয়েরি কারণ ॥
বিষয়ে মোহিত, পাপেতে পতিত, হয়ো না চিত,
ত্যজ অনুচিত, অবিহিত, অহিত-চিন্তন।
গরলময়, বিষয়, ভাব বৃথা হে মানো নিবারণ ॥ ১১৪ ॥

কা, না, রা,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন!।
দিন্ তো মিছে গেল বয়্যে ॥
ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ,
রবে কি ক্রমশঃ, যাতনা সয়্যে।
এ কি অনুচিত, সত্যে নহ প্রীত,
রহিলে মোহিত, বিষয় লয়্যে।
সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর,
হইল অন্তর, অন্তরে রয়্যে।
নিত্য নিরঞ্জনে, নিখিল-কারণে,
তোমারে কেমনে, বুঝাব কয়্যে।
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ,
সত্য-পরায়ণ, থাক রে হয়্যে ॥ ১১৫ ॥

নী, ম, ঘো,

রাগিণী গৌড়মল্লার। তাল আড়াঠেকা।

সঙ্গের সঙ্গীরে তুমি! কোথা কর অন্বেষণ।
অন্তরে না দেখে তারে, অন্তরে কেন ভ্রমণ॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ, যে বিভু করে যোজন,
মাজিয়া মনো-দর্পণ, তারে কর দরশন॥ ১১৬॥
নী, র, হা,

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

সত্য ত্যজিয়ে কেন, অসত্যেতে মজ মন!।
সত্য অনুরক্ত জন, হয় বিমুক্ত-বন্ধন॥
সত্য নিত্য অবিনাশ, নিরন্তর স্বপ্রকাশ,
কর সত্য-পুরে বাস, অসত্যের বিসর্জ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, দেহীমাত্র বিনশ্বর,
অনশ্বর পরাৎপর, কর তার আরাধন॥ ১১৭॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বেনাশং প্রয়াস্যন্তি, তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রয়েৎ॥
(চন্দ্র,)

রাগিণী মল্লার। তাল আড়াঠেকা।

সত্য-সূচনা বিনা, সকলি বৃথায়।

ধন জন যৌবন, সঙ্গে নাহি যায় ॥
যে অতীত-ত্রৈগুণ্য, বিরহিত-পাপপুণ্য,
উপাধি-কল্পনা-শূন্য, ভাব মন তায় ॥ ১১৮ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং ॥
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
নলিনীদলগতজলবত্তরলং।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং ॥
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ।
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ॥
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ।
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ ॥
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ॥

নী, ম, ঘো,

রাগ মল্লার। তাল কওয়ালি।

সত্য-সূচনা বিনা, সকলি বৃথায়।
যেমন বদন, থাকিতে অদন, করা নাসিকায়॥
নিরুপাধি নিরাকার, নাম রূপ নাহি যার,
আকার-কল্পনা তার, কর এ কি দায়।
করি জন্য-অনুরোধ, ত্যজিলে বাস্তব বোধ,
মোক্ষ-পথ হলো রোধ, হায় হায় হায়!।
দর্শনের অদর্শন, জ্ঞান যার নিদর্শন,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভুলো না মায়ায়॥ ১১৯॥

নি, চ, মি,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

সংসার অসার অতি, ভাবিয়া দেখ না মন!।
কবে কাল আসি প্রাণ, লয়্যে করিবে গমন॥
আমকুম্ভে বারি-ন্যায়, দেহে জীব স্থিতি পায়,
কবে আসে কবে যায়, নাহি তার নিরূপণ।
যেমন কুসুমগণ, শোভিত করে কানন,
ক্ষণে হয় বিভূষণ, ক্ষণে অতি-অশোভন।
তেমনি জানিবে মন! ধন জন এ যৌবন,
রবে না চির জীবন, সমভাবে কদাচন।

এখনো উচিত হয়, ভাব চিদানন্দময়,
দূরে যাবে কাল-ভয়, পাবে সেই নিরঞ্জন ॥ ১২০ ॥
নি, চ, মি,

রাগিণী আলাইয়া। তাল জলদ্ তেতালা।
সংসার-সাগরে তব, ক্ষুদ্র দেহ-তরি।
অজ্ঞান-সলিলে ভাসে, দিবস সর্ব্বরী ॥
দেখো থেকো সাবধান, আছে ছয়রিপু-বান,
আশা-বায়ু্ বলবান, প্রবৃত্তি-লহরী।
হইয়া সাধন-শালী, বিবেকেরে কর হালি,
তোলো বৈরাগ্যের পালি, শান্তি-রজ্জু ধরি।
কাণ্ডারি করি বিশ্বাসে, পার হও অনায়াসে,
আত্মজ্ঞান-সুবাতাসে, অবলম্ব করি ॥ ১২১ ॥
কা, না, রা,

রাগিণী আলাইয়া। তাল চৌতাল।
সংসারেতে হয়্যে মুগ্ধ, ভ্রম এ কি ভ্রম!।
এ ভ্রমের অতিক্রমে, কর ক্রমে উপক্রম ॥
অভিমানে অবিশ্রম, রাখিতে লোক-সম্ভ্রম,
কর বেশ ভূষাক্রম, পাছে হও অসম্ভ্রম।

কেবল লৌকিক-ক্রমে, ভ্রান্ত হইলে সম্ভ্রমে,
শেষেতে কাল-বিক্রমে, ঘটিবে যে ব্যতিক্রম।
শুভ-বাসনা-সংক্রমে, ঈশ্বর-সাধনাক্রমে,
রহিবে চির সম্ভ্রমে, ধ্যানে কর পরিশ্রম ॥ ১২২ ॥
শ্যা, চ, ত,

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

সর্ব্বদা ভাবিতে চাই, পরিপূর্ণ-পরাৎপর।
ভাবিতে না দেয় মন, বিষয়ে হয়ে তৎপর ॥
যে আছে ইন্দ্রিয় দশ, তারাতো মনের বশ,
বিষাক্ত-বিষয়-রস, পান করে নিরন্তর।
কাম আদি রিপু ছয়, মনের সহায় হয়,
কে করে মনেরে জয়, সে যে অতি ভয়ঙ্কর।
জানে না মন আমার, মায়াময় এ সংসার,
রবে না এ গর্ব তার, যবে যাবে কলেবর ॥ ১২৩।
তা, না, ত,

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি-কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই, সহায় সাধনে।

বিষয়ে সুখ-সাধনা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যাতনা, সত্য ভাব মনে॥ ১২৪॥
রা, মো, রা,

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।
হও ওরে মন! করিয়া যতন,
নির্গুণ ভজন-সমর্থ।
ভুলে আত্মতত্ত্ব, গেল রে মহত্ত্ব,
হল্যে হীন সত্ত্ব, নিরর্থ।
কর্ম্ম-জন্য ফল, মিশ্রিত গরল,
সে হয় কেবল অনর্থ।
ভাবিলে নিষ্কল, হইবে নির্ম্মল,
আত্মজ্ঞান-ফল সদর্থ॥ ১২৫॥
কা, না, রা,

রাগিণী কেদারা। তাল কওয়ালি।
হয় না বিষয়-ভোগে, ইন্দ্রিয় দমন।
ঘৃতাহুতি দিলে কোথা, জ্বলে না জ্বলন॥
বৃত্তিহীন করি মনে, ইন্দ্রিয়ে রাখি শাসনে,
বসি সুখে যোগাসনে, হও ব্রহ্ম-পরায়ণ।

ভোগেতে হয়্যে বিরাগ, ব্রহ্মে কর অনুরাগ,
এখনি করহ ত্যাগ, ভেদ-দৃষ্টি-অকিঞ্চন।
এক ব্রহ্ম নাস্তিদ্বয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়,
নষ্ট হবে সর্ব্ব ভয়, সুখী হবে সর্ব্বক্ষণ॥ ১২৬॥
নি, চ, মি,

রাগিণী সাহানা। তাল ধামাল।

হে জীব! করো না পান, বিষয়-আসব।
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভব॥
হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ,
না কাটিলে কর্ম্ম-পাশ, অশিব এ সব।
সত্যেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জানি এ প্রপঞ্চ,
অসত্যেতে কাল বঞ্চ, এ কি ভ্রম তব।
বিষয়ে হয়্যে মোহিত, সত্যে না হইলে প্রীত,
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব॥ ১২৭॥
নী, ম, ঘো,

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্ তেতালা।

হে মন! কর আত্মানুসন্ধান।
শমন-ভয় রবে না রবে না॥

পঙ্কজ-দল-জল—ইব জীবন চঞ্চল,
ধন জন চপলা-সমান। রবে না রবে না।
সাবধান হয়্যে মন! জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন,
মহামায়া-আবরণ, ত্রিগুণ-ব্যবধান।
অন্তরে আত্মা দেখিবে, এখনি সুখী হইবে,
কথা মান দারুণ অজ্ঞান। রবে না রবে না॥ ১২৮॥

কৃ, মো, ম,

রাগিণী মূলতানী। তাল জলদ্ তেতালা।

হৈও না হৈও না মন! অনিত্য প্রপঞ্চে রত।
অনাদি-অনন্ত-সত্যে, চিন্তা কর অবিরত॥
জড় জীব-সমুদয়, যা হতে উৎপন্ন হয়,
সেই আত্মা সর্ব্বাশ্রয়, হও তার অনুগত।
অহংজ্ঞানে বদ্ধ প্রাণী, আমি ধনী আমি মানী,
আমি সুখী আমি জ্ঞানী, বল্যে দর্প করে যত,
সকলি পাইবে লয়, হল্যে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়,
যথা ভানূদয়ে হয়, ক্ষণে অন্ধকার হত॥ ১২৯॥

নি, চ, মি,

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর, সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন! দেহ গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ॥
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাহাতে নাহিক প্রীতি,
এ তব কেমন রীতি, ওহে দম্ভময় মন!।
লইয়া বিষয়-জাল, বদ্ধ আছ চিরকাল,
অন্তকাল কি করাল, ভাবিয়া দেখ এখন।
বিষয় ইন্দ্রিয় দেহ, রবে না রবে না কেহ,
কেন তাতে করি স্নেহ, বিফল কর জীবন॥ ১৩০॥

কা, না, রা,

।সমাপ্ত।

শ্রীযুক্তউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত হইল।